# প্রশ্নোত্তর

## দারুল ইফতা

## হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

**প্রশ্ন-১ (১৪)ঃ** ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে কি না? এর সমাধান প্রদান করে বাধিত করিবেন।

*আব্দুল হান্নান*
*সাং- চক কাজীজিয়া*
*থানা -তানোর*
*রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। শারঈ বিধানে যাকাত বন্টনের সুনির্দিষ্ট যে আটটি খাত রয়েছে মসজিদ তার অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে না।

**প্রশ্ন-২(১৫)ঃ** মেয়েদের ফরয ছালাতে একাকী কিংবা জামা'আতে ইক্বামত দিতে হবে কি? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

*মোসাম্মাৎ ফারযানাহ ইয়াসমীন*
*হাতেম খাঁ, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একই রকম শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে।

বিশেষ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সেই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে ইক্বামতের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে মেয়েরা একাকী ও জামা'আতে উভয় ক্ষেত্রেই ইক্বামত দিতে পারবে।

**প্রশ্ন-৩(১৬)ঃ** অনেক মেয়ে কপালে টিপ, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দিয়ে থাকে এবং বড় বড় নখ রাখে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

*মুসাম্মাৎ তাসলীমা ইয়াসমীন*
*রাজশাহী*

**উত্তরঃ** হিন্দু মহিলারা তাদের বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে পার্থক্য স্বরূপ ধর্মীয় রীতি হিসাবে সিঁদুর বা টিপ ব্যবহার করে থাকে। সেই টিপ মুসলিম মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অমুসলিমদের বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর এরূপ সাদৃশ্য শরীয়তে অপছন্দনীয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করল সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (আবু দাউদ /মেশকাত পৃঃ ৩৭৫)।

এখানে সাদৃশ্য বলতে জাতীর বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক আচরনকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের জন্যই নির্ধারিত প্রতীক স্বরূপ।

নিল পালিশ যদি এমন গাঢ় রং হয় যা ব্যবহার করলে অযুর পানি শরীর স্পর্শ করতে পারেনা। এরূপ নিল পালিশ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অযুর অঙ্গ শুষ্ক থেকে যায়।

নখ বড় রাখা শারঈ বিধান অনুসারে জায়েয নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) নখ কাটাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য (শিআর) -এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।- (মুসলিম পৃঃ ১২৯ দেওবন্দ ১৯৮৬)।

**প্রশ্ন-৪(১৭)ঃ** তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে কতক্ষণ রাখতে হবে ও উহার নিয়ম কি?

*আব্দুস সালাম*
*আরবী প্রভাষক*
*কামারখন্দ সিনিয়ার মাদ্রাসা*
*পোঃ বৈদ্য জামতৈল*
*জেলা সিরাজগঞ্জ*

**উত্তরঃ** তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুলী বিষয়ে শারঈ বিধানে কয়েক রকম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি হল শাহাদাত আঙ্গুলীকে উঠিয়ে তাশাহুদের শেষ পর্যন্ত নাড়াতে থাকা। যেমনটি হযরত অয়েল বিন হুজ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

(রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন فحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها و يدعوبها- অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুল সমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন আমি তাঁকে দেখলাম যে তিনি তার সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো'আ করছেন' (আবু দাউদ, দারেমী,মিশকাত 'তাশাহুদ' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৯১১)।

**প্রশ্ন-৫(১৮)ঃ** মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দো'আ উপলক্ষে কুরআন খানি করা যাবে কি না?

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
*নবাব জাইগীর মাজহারুল উলুম রহমানিয়া মাদ্রাসা*
*পোঃ সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** মৃত ব্যক্তির নেকী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে এক স্থানে জমা হওয়া ও কুরআনখানী করা বিদ'আত। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা এবং ছাহাবাগণ থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

**প্রশ্ন-৬(১৯)ঃ** নিজ নাতনী অথবা নিজ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি না?

*আহসান হাবীব*
*মেহেরপুর*

**উত্তরঃ** নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই মুহরিমাতের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যে সকল নারীদেরকে পুরুষদের জন্য বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে নিজ নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই তাদের অন্তর্ভূক্ত। সূরায়ে নিসা ২৩ নং আয়াতে মুহরামাত মহিলাদের বর্ণনায় 'বানাতুল আখ' (ভ্রাতৃ কন্যাগণ) ও 'বানাতুল উখ্ত' (ভগ্নি কন্যাগণ) -এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাদের অধঃস্তন কন্যাগণ। যেমন 'উম্মাহাতুকুম' অর্থে কেবল তোমাদের মাতা নয় বরং উর্দ্ধতন মাতা অর্থাৎ দাদী, নানীকেও বুঝানো হয়। আরবী পরিভাষায় এটাই অর্থ হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন- ৭(২০)ঃ** মাইকে আযান দেওয়া জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

*এম, এম ,রহমান*
*মালো পাড়া*
*পোঃ ঘোড়ামারা*
*রাজশাহী*

**উত্তরঃ** প্রথম আযান চালু করার সময় নবী করীম (ছাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে যিনি নিজেই আযানের স্বপ্ন দেখে নবী করীম (ছাঃ) কে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছিলেন তাকে আযান দিতে না বলে বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং আব্দুল্লাহকে বললেন যে, তুমি বেলালের সাথে দাঁড়াও এবং আযানের শব্দগুলি তুমি যেভাবে স্বপ্নে দেখেছ, সেভাবে তাকে শুনাও, যেন সে ঐ ভাবে আযান দেয়। কেননা তোমার চেয়ে বেলালের গলার স্বর উঁচু' (فانه اندى صوتا منك) -আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ.মিশকাত হা/৬৫০। এক্ষণে যদি যন্ত্রের সাহায্যে আযানের শব্দকে দূরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেটা শরীয়ত পালনে ঠিক তেমনি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত ও বৈধ হবে, যেমন যুদ্ধে নিত্য নতুন অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি। এর দ্বারা দ্বীন ইসলামে কোন নতুন তরীক্বা ও নতুন ইবাদত সৃষ্টি হচ্ছে না। কেননা ঘড়ি বা মাইক নিজে কোন ইবাদত নয় বরং ইবাদতের সহায়ক। অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মাইকে আযান নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত।

**প্রশ্ন-৮(২১)ঃ** নামের প্রথমে "মাওলানা" শব্দটি ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? দলীল সহ উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ হব।

*প্রশ্নকারী*
*পূর্বোক্ত*

**উত্তরঃ** মাওলানা (مَوْلاَنَا) শব্দটি (نا) সর্বনাম যুক্ত শব্দ। অর্থ 'আমাদের মাওলা'। মাওলা (مولى) শব্দটি বহুল অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। এর মধ্যে কতিপয় অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হল যথা-স্বত্ত্বাধিকারী, মালিক, দলপতি, দাস, দাস মুক্তকারী, মুক্তদাস, উপহার প্রদানকারী, উপহার গ্রহণ কারী, বন্ধু, অলী, সাথী, চুক্তিবদ্ধব্যক্তি, প্রতিবেশী, অতিথি,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



অংশীদার, ইত্যাদি। (মেছবাহুললুগাত পৃঃ ৯৫৮)।

'মাওলা' শব্দটি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি ও ব্যবহৃত হয়েছে এবং নবী (ছাঃ)-এর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে বাধা বা নিষেধ আরোপ করেনি। আরবী ভাষার অন্যান্য শব্দের মত এটাও একটি বহুঅর্থ বিশিষ্ট আরবী শব্দ মাত্র। যার কোন একটি সঙ্গতিপূর্ণ অর্থের ভিত্তিতে পারিভাষিকভাবে ও শিষ্টাচার মূলক আরবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে। যা কোন রকম ডিগ্রী স্বরূপ নয় কোন আক্বীদা ও নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে নয়। যেমন ইদানিং ইসলামী উচ্চশিক্ষিত মুরব্বীদের নামের পূর্বে 'শায়খ' শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে, যা নবী (ছাঃ) -এর যুগে ছিলনা। ফল কথা ইসলামী শিক্ষিতদের নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহার শারঈ দৃষ্টিতে কোন দোষনীয় নয়।

**প্রশ্ন- ৯(২২)ঃ** কোন এক বিষয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আমার তর্ক-বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে আমি এক সাথে পর পর তিন তালাক দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হই। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে পুণরায় ফিরিয়ে নিতে চাই। কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি-না, সমাধান দানে বাধিত করিবেন।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

*জনৈক ভুক্তভোগী*

**উত্তরঃ** ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এই বন্ধন যেন ঝটিকার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন না হয়ে যায় বরং চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সুযোগ রেখে চুড়ান্ত বিচ্ছেদের বিষয়টিকে ইসলাম ইদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়ে ইদ্দতের শেষ সময় কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রেখেছে। ইদ্দতের সময়কাল হল তিন তুহুর,তিন ঋতু বা তিন মাস। (বাক্বারাহ ২২৮)।

উল্লেখিত সময়কালের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর শারঈ বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। চাই এক তালাকের ক্ষেত্রে হৌক অথবা দুই তালাক ও তিন তালাকের ক্ষেত্রে হৌক। অর্থাৎ এক তালাকের মাধ্যমে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে এক তালাক প্রদানের পর তালাক অবস্থায় পূর্ণ ইদ্দত অতিক্রম করতে হবে। দুই তালাকের মাধ্যমে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে দুই তুহুরে পর পর দুই তালাক প্রদান করে বাকী ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং এর রজ'আত করবে না। তবেই সবচেয়ে কম সময়ে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। (উক্ত তালাককে শারঈ পারভাষায় 'রাজ্ঈ' তালাক বলা হয়)।

আর তিন তালাকের মাধ্যমে সর্ব নিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চুড়ান্ত করতে হলে কোন তালাকের মধ্যে রাজ'আত (ফিরিয়ে নেওয়া) না করে এক ইদ্দতের প্রতি তুহুরে পর পর একটি করে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারে চুড়ান্ত হয়ে যাবে।

প্রথম দুটি তালাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারন ভাবে ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর অন্যের সাথে বিবাহ না হয়েও সরাসরি নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাক প্রদান হওয়া মাত্র কোন ভাবেই সেই তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না যতক্ষন না তার অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ ও স্বেচ্ছায় আবারো তালাক ঘটে যায় (বাক্বারাহ ২৩০)।

এটাই হল সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক এক মাত্র শারঈ বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, "তালাকের রাজ্ঈ দু'বার" (বাক্বারাহ ২২৯)। অতঃপর রাজ'আত করার অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সর্বনিম্ন সময়ের

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তারা যখন ইদ্দতের শেষ সময়ের নিকট পৌঁছবে,তখন হয় তাকে রাজ'আত কর, নইলে(ইদ্দতের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করিয়ে অথবা তৃতীয় তুহুরে তৃতীয় তালাক প্রদানের মাধ্যমে)তোমার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও" (বাক্বারাহ ২৩১)।

উল্লেখিত আয়াতে রাজ'আত করার সর্বশেষ সময় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সর্বনিম্ন সময় একটি ইদ্দতের তৃতীয় তুহুরকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ পাক স্বামী স্ত্রীর পুনঃমিলনকেই বেশী পছন্দ করেন। আর সে জন্যেই তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা কোন মহিলাকে তালাক দিবে এবং সে ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে পুণরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধা দিয়ো না যখন তারা আপোষে সুন্দরভাবে রাযী হয়' (বাক্বারাহ ২৩২)।

এক্ষণে যদি একই সাথে একই তুহুরে তিন তালাক প্রদান কার্যকর করা হয়, তবে এক দিকে স্বামীকে যে রাজ'আত করার আধিকার দেওয়া হয়েছে, তা যেমন খর্ব করা হবে,অন্য দিকে তেমনি সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সীমালংঘন করা হবে। কেননা তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়া অর্থই হ'ল অবিলম্বে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ। তাই ছহীহ হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে. নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমরের খিলাফতের প্রথম দুই বছরের দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে মাত্র একটি রাজঈ তালাক ধরা হ'ত (মুসলিম পৃঃ ৪৭৮ দেওবন্দ ১৯৮৬ সাল)। পরে হযরত ওমর (রাঃ) যে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে তিন তালাকেই কার্যকর করেছিলেন, এটা ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতিহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুন ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়েদা হয়নি (ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান,কায়রো ১৪০৩/১৯৮৩,১/২৭৬-৭৭)। অতএব এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ্র স্থায়ী বিধানকে বাতিল করতে পারে না।

বলা বাহুল্য এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন কার্যকর করার ফলেই অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রীরা 'হিল্লা'র মত নোংরা প্রথার শিকার হচ্ছেন। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে তিন মাসে তিন বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

উপরন্তু এক মজলিসে তিন তালাক কার্যকর হওয়ার কোন স্পষ্ট হাদীছ নেই। অতএব এক সাথে এক তুহুরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও মাত্র একটি রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে। সেকারণে উপরের তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পুর্বেই সাধারনভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার অন্যত্র বিবাহ হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

**প্রশ্ন-১০(২৩)ঃ** সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করার নির্দেশ আছে। তাই বলে কি আযানের জওয়াব না দিয়ে এবং আযানের দো'আ বাদ দিয়ে ইফতার করতে হবে?

*মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম*
*সাং- সারাই (বিদ্যা পাড়া)*
*পোঃ হারাগাছ, রংপুর।*

**উত্তরঃ** সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে, এটাই ইসলামের বিধান। দেরীতে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। ইফতারের সাথে আযানের জওয়াব দান কিংবা আযানের দো'আ পাঠ করা শর্তযুক্ত নয়। ইফতার করেই আযান দেওয়া এবং ইফতার করা অবস্থায় আযানের জওয়াব দান ও দো'আ পাঠ করা জায়েয। মুসলিম ১/৩৫১ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com